দামুড়হুদায় মাদকদ্রব্যসহ আটক-১, জেল-জরিমানা

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় মদ রাখার অপরাধে এক ব্যক্তিকে ৭ দিনের কারাদণ্ড ও ৩০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ বুধবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান।

দণ্ডিত ব্যক্তি হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে মোঃ আশরাফুল ইসলাম (৪২)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই শ্রী উত্তম কুমার দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় তল্লাশির সময় আশরাফুল ইসলামের কাছ থেকে একটি প্লাস্টিকের বোতলে প্রায় ৩০০ মিলি মদসহ মদ্যপান করা অবস্থায় তাকে আটক করেন।
পরবর্তীতে দামুড়হুদা বাসট্যান্ড এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে অভিযুক্তকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা

অনুযায়ী ৩০০ টাকা জরিমানা আদায় এবং ৭ দিনের কারাদণ্ডের আদেশ দেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কে এইচ তাসফিকুর রহমান। দণ্ডপ্রাপ্ত আশরাফুল ইসলামকে পরবর্তীতে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের

বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন মেহেরপুরের সন্তান অ্যাডভোকেট

আসিফ হাসান

প্রথমবারের মতো বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেলেন মেহেরপুরের কৃতি সন্তান অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান। তাঁকে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে এবং সংবিধানের ৯৮ অনুচ্ছেদ অনুসারে অ্যাডভোকেট আসিফ হাসানসহ মোট ২৫ জনকে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেন।

শপথ গ্রহণের দিন থেকে আগামী দুই বছরের জন্য তাঁরা হাইকোর্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করবেন।

অ্যাডভোকেট আসিফ হাসান মেহেরপুর শহরের কোর্ট রোডের বাসিন্দা এবং মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি মরহুম অ্যাডভোকেট আব্দুর রশিদের যোগ্য উত্তরসূরি।

গাংনীতে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গ্রেফতার ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রবিবার রাত থেকে আজ সোমবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের মোঃ আজিজুল হকের ছেলে
ইউনিয়ন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আলেহীম (৪৫), বাহাগুন্ডা গ্রামের মোঃ ওমর ফারুকের ছেলে মোঃ কাওছার (৪৯) এবং পাবনা সদর আটুয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে মোঃ রুহুল আমীন (৩৫)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

১৫ আসামির ৯ জন খালাস, ৬ জনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের একটি মামলায় (পর্ণগ্রাফি) ৬ আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড ও জরিমানা দিয়েছে আদালত। আজ রোববার দুপুর ২টার দিকে মেহেরপুরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নাসির উদ্দিন ফরাজী এ রায় প্রদান করেন।

রায়ে নাজনিন খান প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন এবং সহযোগী শাহজাহানকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া নেহাল ও জয়কে ছয় বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ অর্থদণ্ড দেয়া হয়। তবে আসামি জয় এখনও পলাতক রয়েছেন।

মামলার সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে চার্জশিটভুক্ত অন্য আসামিদের অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় আদালত তাদের বেকসুর খালাস দেন। খালাসপ্রাপ্তরা হলেন, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান, বিপাশা খাতুন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী ও পাবলিক প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট সাইদুর রাজ্জাক রায়ের প্রতিক্রিয়ায় বলেন, “সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতেই বিজ্ঞ বিচারক দোষীদের শাস্তি দিয়েছেন। রায়টি দৃষ্টান্তমূলক হয়েছে। এতে রাষ্ট্রপক্ষ সন্তুষ্ট। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হলো, অপরাধ করলে কেউ ছাড় পায় না। মেহেরপুরের মানুষ ন্যায় বিচার পেয়েছে।”

মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় এ মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি করা হয় নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খানকে। তাকে গ্রেপ্তারের পর আদালতের অনুমতি নিয়ে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের চিত্র।

তদন্তে জানা যায়, প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা আদায় করা হতো। এ ঘটনায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলায় ১৭ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেছিলেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা। ১৭ জনের মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ গ্রেফতার ৬

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিসহ ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, বন্দর মধ্যপাড়ার মোঃ রজব আলীর ছেলে মোঃ হাসানুল ওরফে হাসা (৪৪), ক্যাশবপাড়ার মোঃ খোদা বক্সের ছেলে মোঃ সোহেল রানা (৪২), আমঝুপির খোদাবক্রের ছেলে মোঃ আঃ করিম, রাধাকান্তপুর গ্রামের মোঃ মোকলেছুর রহমানের ছেলে মোঃ হাসান আলী (৩৪), ক্যাশবপাড়ার মৃত সুমন মন্ডলের ছেলে খাজা মইন

উদ্দিন তিস্ত ওরফে মহিত (২৫/২৬) ও নতুন শেখ পাড়ার মোঃ মইনুল হোসেনের ছেলে রোকনুজ্জামান ওরফে রোকন (২৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং বিভিন্ন অপরাধের অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

গাংনীতে পুলিশের অভিযানে একজন নারীসহ গ্রেফতার ৫

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে একজন নারীসহ ৫ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত থেকে আজ শনিবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার যুগিন্দা গ্রামের লিটনের ছেলে মোঃ মুন্না (২০), আঃ মজিদের ছেলে মোঃ মিনজারুল ইসলাম (৩৫), অলিনগর গ্রামের মোঃ সুলতান মাহমুদের ছেলে মোঃ আবুল কালাম আজাদ (৩৯), চিৎলা মধ্যপাড়ার হোচেন আলীর ছেলে মোঃ হাসমত আলী (৩০) ও দিঘলকান্দী গ্রামের মৃতঃ ফোরকান আলীর মেয়ে মোছাঃ নাজেরা বেগম (৩৭)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

ঝিনাইদহে আদালত চত্বরে ছুরিকাঘাতে আহত মঞ্জুরের মৃত্যু

ঝিনাইদহ পৌর এলাকায় মাত্র ২০ টাকা ধার পরিশোধ নিয়ে ঝগড়ার জেরে ছুরিকাঘাতে আহত মোঃ মঞ্জুর বিশ্বাস (৩৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। মঞ্জুর বিশ্বাস ঝিনাইদহ পৌরসভার লক্ষ্মীকোল গ্রামের মৃত ইয়াকুব বিশ্বাসের ছেলে।

এদিকে এই মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে মঞ্জুরের স্বজনেরা অভিযুক্ত ছুরিকাঘাতকারী শাহ আলমের বাড়িতে সামান্য ভাঙচুর, লুটপাট ও বিচালীর গাদায় অগ্নিসংযোগ করেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গতকাল দুপুর থেকে শাহ আলমের বাড়িতে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শাহ আলম ঝিনাইদহ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত পাড়ার বাসিন্দা।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, শাহ আলমের ছোট ভাই আবিরের কাছ থেকে ২০ টাকা ধার নেন নিহত মঞ্জুরের ছেলে রিফাত। সেই টাকা পরিশোধ না করায় গত ১১ আগস্ট রিফাতের বাইসাইকেল কেড়ে নেন আবির। এ ঘটনা মীমাংসার জন্য গত ১৩ আগস্ট আদালত চত্বরে একটি চায়ের দোকানের সামনে শাহ আলমকে ডেকে আনেন মঞ্জুর ও তাঁর পক্ষের লোকজন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় কয়েকজন মিলে শাহ আলমকে মারধর করেন। তখন শাহ আলম তাদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে ফিরে এসে পকেট থেকে গিয়ার (ছুরি) বের করে মঞ্জুরের পিঠে আঘাত করে পালিয়ে যান।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সাব ইন্সপেক্টর রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘এই মামলায় গত ১৯ আগস্ট তিন আসামিই আত্মসমর্পণ করেন। বিজ্ঞ আদালত শাহ আলমকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন এবং বাকি আসামিদের জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন।’

শাহ আলমের স্ত্রী রিপা খাতুন বলেন, ‘১৩ তারিখে কোর্টের মধ্যে

মঞ্জুররা আমার স্বামীকে মারধর করে। এ সময় আমার স্বামী শাহ আলম ছুরিকাঘাত করে। এই বিষয়ে মামলা হলে আমরা পরিবারের লোকজন আমার স্বামীকে বুঝিয়ে কোর্টে সারেন্ডার করায়। আজ দুপুর বেলা মঞ্জুর হাসপাতালে মারা যাওয়ার পরে মঞ্জুরের পরিবারের লোকজন এসে আমাদের বাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাট করে এবং আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।’

এলাকাবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে যে এই শাহ আলমের পরিবার দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী প্রকৃতির। শহরের বিভিন্ন প্রকার চুরি ডাকাতি ছিনতাই কাজের সাথে তার পরিবার জড়িত। শাহ আলমের বাবা আলী কদর একজন ডাকাত ছিল জানা যায় এবং সে অনেক অপকর্ম এখনো করে বেড়ায়। শাহ আলম, আলী কদর এরা মিলে চোর ছিনতাই এবং ডাকাতির বড় সেন্টিগেট গড়ে তুলেছে। ঝিনাইদহ শহর ও আশেপাশের বিভিন্ন চূরি ছিনতাই কর্মের মালামাল এই শাহ আলমদের বাড়িতেই থাকে এবং এখানেই ভাগাভাগি হয় বলে অনেকেই জানিয়েছে। এর আগেও শাহ আলমের বাবা ব্যাপারীপাড়ার একজনের রাস্তার উপর ছুরি দিয়ে মেরেছিল। বিভিন্ন জায়গা থেকে গরু চুরি করে সেই গরু হাটে উঠিয়ে নকল হাসিল তৈরি করে অন্যত্র গরু বিক্রয়ের ঘটনা শাহা আলমের রয়েছে। এই এলাকার লোক এদের ভয়ে সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না।

৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পরে প্রায় ৫০ জনের কাছ থেকে এই শাহ আলম জোর করে চাঁদা আদায় করেছে। এরকম অপকর্ম করার কারণে তার নামে পূর্বে যে মামলা হয়েছিল সেই মামলা কে রাজনৈতিক মামলা হিসেবে চালিয়েছে। এলাকাবাসী জানায় এদের পুরো পরিবারই সন্ত্রাসী চাঁদাবাজি সহ বিভিন্ন প্রকার অপকর্মের সাথে জড়িত। ৫আগস্ট রাতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামনে থেকে একটি কম্পিউটারের দোকান লুটপাট করে এই শাহ আলমের নেতৃত্বে। বর্তমানে আরো বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এই শাহ আলমের পরিবার। এর পিছনে রয়েছে ঝিনাইদহের বর্তমানের বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা। যেটা অনুসন্ধান করলে বেরিয়ে আসবে। কার ছত্রছোয়ায় শাহ আলমরা এই অপকর্ম দিনের পর দিন চালিয়ে যাচ্ছে? শাহ আলমের ভাই ইমরান বিএনপির একজন নেতা বলে জানা গেছে। শাহ আলমের পরিবারের ভয়ে ঝিনাইদহ কোট পাড়ার অনেকে এখনো বাড়ি ছাড়া।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, ‘হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঞ্জুরের মত্যু হয়েছে। প্রধান আসামি শাহ আলম সারেন্ডার করে কারাগারে রয়েছে। দুপুরে মঞ্জুরের বিক্ষুব্ধ স্বজনেরা শাহ আলমের বাড়িতে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তখন থেকেই সেখানে পুলিশ মোতায়েন

রয়েছে।’

মেহেরপুরে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির আয়োজনে পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২০ আগস্ট) এ কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী।

সভাপতির বক্তব্যে মোঃ শাজাহান আলী বলেন, মেহেরপুরের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি পাসপোর্ট অফিস, বিআরটিএসহ বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে যেন সাধারণ মানুষ হয়রানির শিকার না হয়, সে জন্য কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ভেজালমুক্ত খাবার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর তদারকি করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসি সার্বিক সহযোগিতা করবে।

তিনি আরও বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, যাতে যুব সমাজ বিপথগামী না হয়ে আলোকিত ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ এস. এম. নাসিম রেজা।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মেহেরপুরে এটাই আমার প্রথম পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসি কনফারেন্স। বিচারপ্রার্থী মানুষ যেন ন্যায় বিচার পায়, সে দিকে সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে ন্যায়বিচারের স্বার্থে এগিয়ে আসতে হবে।

এছাড়াও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতিনিধি, পুলিশ সুপারের

প্রতিনিধি, পিবিআই কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার, সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক, পাবলিক প্রসিকিউটর, সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, পাসপোর্ট অফিসের সহকারী পরিচালক, বিভিন্ন থানার ওসি, সিআইডি, ডিবি, ট্রাফিক ইন্সপেক্টরসহ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির বিচারকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাদক মামলায় একজনের জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে হেরোইন রাখার অপরাধে মোঃ আব্দুল লতিফকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০২০ সালের ২৮ জুলাই বিকেলে মেহেরপুর সদর থানার এস.আই অর্জুন কুমার সরকার বুড়িপোতা তিনরাস্তার মোড়ে পুলিশের বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন। এসময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনি জানতে পারেন যে বুড়িপোতা উত্তরপাড়ার জামাত আলীর বাড়ির সামনে এক ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য বিক্রির জন্য অবস্থান করছে।

ঘটনাস্থলে পৌঁছালে পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ওই ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করলে এস.আই অর্জুন কুমার সরকার তাকে আটক করেন। পরবর্তীতে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে আসামি নিজের নাম মো. আব্দুল লতিফ বলে পরিচয় দেন এবং তার কাছে মাদক থাকার কথা স্বীকার করেন। তল্লাশির একপর্যায়ে আসামি তার গেঞ্জির বুকপকেট থেকে একটি সাদা পলিথিনে মোড়ানো হেরোইন বের করে দেন।

এ ঘটনায় মেহেরপুর সদর থানায় এফআইআর নং-১৯/১৪৭, তারিখ ২৮ মে ২০২০ অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তারা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে উপরোক্ত রায় দেন।

রায় ঘোষনার পরে আসামীদের জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।